লাইট য়্যান্ড শেডের
জগতে

কমল দাশগুপ্ত ও প্রণব রায়ের প্রযোজনায়

লাইট য়্যান্ড শেডের নিবেদন

প্রার্থনা

সংগঠনকারী

সঙ্গীত	...	কমল দাশগুপ্ত	সম্পাদক	...	সন্তোষ গাঙ্গুলী
আলোক-চিত্র	...	বিভূতি চক্রবর্ত্তী	যন্ত্রসঙ্গীত	...	সুরশ্রী
শব্দ-গ্রহণ	...	অবনী চট্টোপাধ্যায়	হিন্দী ভজন রচনা	:	পণ্ডিত মধুর
শিল্প-নির্দ্দেশ	...	কার্ত্তিক বসু	বাংলা গান রচনা	:	প্রদীপ্তকুমার
নৃত্য-পরিচালনা	...	অতীনলাল			ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিস্ফুটন	...	শৈলেন ঘোষাল	ব্যবস্থাপনা	...	প্রফুল্ল মিত্র

রচনা ও পরিচালনা : প্রণব রায়

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায়	...	নারায়ণ ঘোষ ও স্বদেশ সরকার	ল্যাবরেটরী	...	তারক, শৈলেন, লক্ষ্মীকান্ত, গোপাল, গৌরী, সত্য, ভোলা, অজিত।
আলোকচিত্র	...	রাম অযোধ্যা, সুনীল	সম্পাদনা	...	তরুণ দত্ত
শব্দ-গ্রহণ	...	ধীরেন পাল	ব্যবস্থাপনা	...	পূর্ণ রায়
সঙ্গীত	...	সুধীন দাশগুপ্ত			

নেপথ্য সঙ্গীত

বিনতা আম্‌লাডী • শেফালি ঘোষ

গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য

কল্যাণী মজুমদার (দাস)

রাজগীর দৃশ্যাবলী

গ্রহণ ক'রেছেন

বিশু চক্রবর্ত্তী

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ষ্টুডিওতে গৃহীত

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

ভূমিকালিপি

বাসুদেব চৌধুরী	...	ছবি বিশ্বাস
ইন্দ্রাণী	...	মলিনা দেবী
অবনী মুখুজ্জে	...	কানু বন্দ্যোঃ
সুজাতা	...	দীপ্তি রায়
মীরা	...	কৃষ্ণা ব্যানার্জ্জি
অরুন্ধতী	...	বাণী গাঙ্গুলী
বরুণ	...	দীপক মুখার্জ্জি
মোহিত	...	ধীরাজ দাস
সোমেন	...	গৌতম মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার	...	মিহির ভট্টাচার্য্য
ইনেসপেক্টর	...	ভানু চট্টোপাধ্যায়

—অন্যান্য ভূমিকায়—

নবী মজুমদার, দেবেন মিত্র, ভানু বন্দ্যোঃ, সমর, বিনু বর্দ্ধন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য (য়্যাঃ), ডি নীলু, মমতা বন্দ্যোঃ, সুরেন চৌধুরী, বিশু বন্দ্যোঃ, মনি মুখার্জ্জি (য়্যাঃ), রাজকুমার মাষ্টার সুখেন, রূপকুমার ও মাধুরী

★

ম্যাক্‌ফারসন কোম্পানীর সামান্য কেরানী বাসুদেব চৌধুরী।—

কাল মহাসপ্তমী—একটা কপর্দ্দকও নেই হাতে। নিরুপায় হ'য়ে বাসুদেব তার অফিসের ম্যানেজারের কাছে কিছু টাকা আগাম চাইলো। ম্যানেজার তো দিলেনই না, বরং তার অভাবের সুযোগ নিয়ে সেই পুরাতন অসৎ প্রস্তাবে রাজী হ'তে ব'ল্‌লেন। ··· বাসুদেব নীরবে ঘরে ফিরে যায়। শুন্‌তে পায় তার ছোট্ট মেয়েটি তার দাদাকে প্রশ্ন ক'র্‌ছে : আচ্ছা দাদা! দোকানে তো কত জামা-কাপড়, শুধু আমাদের নেই কেন ভাই? ···

বাসুদেব আবার টাকা ধার ক'র্‌তে বেরিয়ে পড়ে।—

কিন্তু গরীবের জন্য টাকা কোথায়?

সেই রাত্রে, বাসুদেব তার ঘুমন্ত স্ত্রীর গলা থেকে হারছড়া চুরি করে এবং পরদিন সকালে সেটা বেচে, পূজার পোষাক কিনে ছেলে-মেয়ের মুখে হাসি ফোটায়।

সেই একটি রাত্রের মধ্যেই বাসুদেবের নীতি-ধর্ম্ম সব কিছুই গেল বদ্‌লে। যে কোনও উপায়েই হোক্ নিজে সুখে থাকা আর আপন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সুখে রাখাই তার কাছে বড় বলে মনে হ'ল।

অফিসের সেই ম্যানেজারকে বাসুদেব জানালো — তার প্রস্তাবে সে রাজী। পাপের পাঠশালায় যখন তার হাতেখড়ি হ'য়ে গেছে, তখন আর দ্বিধা কিসের?

যুদ্ধের বাজার! — কালো-বাজারে রাশি-রাশি টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে।

ম্যানেজারের সঙ্গে একযোগে বাসুদেব লোহা, সিমেণ্ট, চিনি নিয়ে কালো-বাজারের কারবারে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো।

কয়েক বছরের মধ্যেই তার বাড়ী হ'ল, গাড়ী হ'ল.....অভাব মিটে প্রাচুর্য্যে তার সংসার ভ'রে উঠ্‌লো। কিন্তু তবুও টাকার নেশা তার মিট্‌লো না। — দিন দিন তা' বেড়েই চ'ল্‌লো।

ভেজাল ওষুধ তৈরী করার মতলব আঁট্‌লো বাসুদেব। সুযোগও এসে গেল। তার বাল্য-বন্ধু দরিদ্র 'কেমিষ্ট' অবনী মুখুজ্জের সঙ্গে তার দেখা হ'ল — দীর্ঘ বারো বৎসর পরে। বাসুদেব এই অবনীকে তার 'ল্যাবরেটরী'-র কাজে নিয়োগ ক'র্‌লো।

বারো বছর পূর্ব্বে, অবনীর মেয়ে সুজাতার সঙ্গে বাসুদেবের ছেলে বরুণের বিয়ে পাকা হ'য়ে ছিলো। আজ অবনী সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বাসুদেব স্পষ্টই বল্লে: কুটুম্বিতা হয় সমানে-সমানে, সুতরাং এ বিয়ে হ'তে পারে না।

এ আঘাত অবনী নিঃশব্দে সহ্য ক'র্‌লো। কিন্তু সইতে পার্‌লো না, যে-দিন তার দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে বাসুদেব তাকে ভেজাল ওষুধ তৈরী করার হুকুম দিলো।

উত্তেজিত অবনী চাকরী ছেড়ে অফিস থেকে চ'লে গেল। উত্তেজনার মুখে কখন যে তার চশমা খুলে পড়ে ভেঙ্গে গেছে সেদিকে খেয়ালই নেই। ঝাপ্‌সা চোখে রাস্তা পার হ'তে গিয়ে গাড়ীচাপা পড়ে অবনী মুখুজ্জে। মারা যাবার আগে মেয়ে সুজাতাকে অবনী ব'লে যায়: ভেজাল ওষুধ বিষের চেয়ে খারাপ — যদি পারিস্ তো তার প্রতিকার করিস্ মা!

নোতুন কেমিষ্ট মোহিতের সাহায্যে বাসুদেবের ভেজাল ওষুধ বিলাতী হারিস্তন কোম্পানীর জাল লেবেল গায়ে এঁটে বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

সুজাতা গিয়ে পুলিশকে বলে : টাকার লোভে মানুষের এত বড় সর্ব্বনাশ যারা ক'চ্ছে তাদের চরম শাস্তি দিন।

পুলিশের তদন্ত সুরু হ'য়ে যায় এবং একদিন রাত্রে মোহিতের বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয়।

মোহিত কোনও রকমে পালিয়ে বাসুদেবের কাছে গিয়ে পড়ে। এবং পুলিশের ল্যাবরেটরীতে হানা দেবার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ করে।

বাসুদেব মোহিতকে 'ল্যাবরেটরী' বন্ধ ক'রে গা ঢাকা দিতে বলে। এবং স্থির করে কাল ভোরেই একটা 'কার্গো প্লেন'-এ চ'ড়ে পালিয়ে যাবে — যাবার আগে তার অপরাধের যাবতীয় প্রমাণ লোপ ক'রে দিয়ে যাবে নিজের হাতে।

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাসুদেব পেট্রোল দিয়ে তার ল্যাবরেটরীতে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুন ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরীর চার পাশে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগ্‌লো — বাসুদেবের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌লো। ফিরে যাবার জন্য বাসুদেব পা বাড়িয়েছে, এমন সময় ল্যাবরেটরীর দরোয়ান বাসুদেবকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এসে খবর দিলো : ল্যাবরেটরীর মধ্যে দাদাবাবু আছে!

কে ?···বরুণ ?···ল্যাবরেটরীর মধ্যে ?···বাসুদেব পাগলের মত ছুটে চল্‌লো জলন্ত ল্যাবরেটরীর মধ্যে·····

তারপর —

প্রার্থনা

গান

(১)

হোলি খেলে রাধাসনে মধুমাসে শ্যামরায় ।
আবীর কুম্‌কুম্ দিয়ে হিয়া চাহে দু'জনায় ॥
রঙিন বনের পাখি, পিয়া পিয়া ওঠে ডাকি,
ফাগুন খেলিয়া হোলি মধুবনে মুরছায় ॥
তুলিয়া সলাজ আঁখি রাধা পুন ফেলে ঢাকি,
শ্যাম তারে বাহুডোরে বাঁধিয়াছে নিরালায় ॥

(২)

দিল কে দোল্ দিল রে
মোর পরাণে সঙ্গোপনে ।
এই ফাগুন বেলা ফুলঝরা,
এই দখিন হাওয়া ভুল-ভরা,
কে যেন রঙ্ ছড়ালো সহসা মোর তনু মনে ॥
এই গানের ছন্দে, বলে বাঁশরী
"মোর মন ভুলালে কে গো সুন্দরী ?
তুমি মোর সঙ্গিনী হ'য়ে ছিলে কি স্বপনে ?"
মোর হিয়া বলে, ওগো বাঁশুরিয়া
হায় বাঁধিলে আমায় সুরের রাখী দিয়া
বল এ অলখ রাখী খুলিব গো কেমনে ॥

(৩)

বিগড়ৌ মোরী বানাদে দাতা
বিগড়ৌ মোরী বানাদে ।
কাহা যিস্‌কো আপ্‌না থা আপনা ন্য পায়া,
(ম্যয়) সব কুছ লুটা কার তেরে দরপে আয়া
মেরে উযড়ে ঘরকো ব্যসাদে ॥
লাগা আগ্ খুদ হি ম্যয় খুদ হি জ্যলা হুঁ
ন্য জানে ম্যয় কেয়া হুঁ বুরা ইয়া ভ্যলা হু
মেরে উযড়ে ঘরকো ব্যসাদে ॥
শুনা তুম্‌নে তারে হাঁয় লাখোঁ দীওয়ানে
হামে ভি যো তারো তো হাম্‌ভি ইয়ে জানে
মেরে উযড়ে ঘারকো ব্যসাদে ॥

(৪)

রাত ভোর দীপ জ্বলে, জ্বলে আর ক্ষয় হয়ে যায়
দু'টি পতঙ্গ জ্বলে আগুনের একই শিখায় ॥
তোমার - আমার শুধু দু'দিন খেলা
ফুল ফোটার বেলা — ফুল ঝরার বেলা ॥
মোদের মিলনে একি অভিশাপ জ্বালা —
অধরের কাছে এসে টুটিল পিয়ালা,
তোমার - আমার শুধু দু'দিন খেলা
ফুল ফোটার বেলা — ফুল ঝরার বেলা ॥
এ জীবনে সেও ভালো যদি নাহি পাই,
পেয়ে যে হারায়, তার সান্ত্বনা নাই ।
তোমার-আমার শুধু দু'দিন খেলা,
ফুল ফোটার বেলা — ফুল ঝরার বেলা ॥

— ❀ —

মুক্তি প্রতীক্ষায়

রবীন্দ্রনাথের

মা ল ঞ্চ

18-4-52

ইনা ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং
ভি, বোস এণ্ড কোং, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।